স্বাস্থ্য ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করবো – ডা. আবু সালেহ মো: নাজমুল হক

ডা. আবু সালেহ মো: নাজমুল হক মেহেরপুরের-২ আসনে সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেনকে হারিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হয়ে তিনি গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থ্য, শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ, অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বলে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছেন।

ডা. আবু সালেহ মো: নাজমুল হক বলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ও আরও একটি নতুন হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যেটি এখন বিবেচনাধীন আছে।

নাজমুল হক বলেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫০ শয্যার বিপরীতে রোগী ভর্তি থাকে গড়ে ৭০ থেকে ৭৫ জন। যেখানে পদায়নকৃত চিকিৎসক পদের তুলনায় কম, অন্যান্য জনবলের সংকট রয়েছে, ফলে অবকাঠামো থাকলেও এখানে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারি প্রতিষ্ঠান সমুহ পুর্ণ সক্ষমতায় সেবা প্রদান করতে পারছে না।

এমপি নাজমুল হক বলেন, বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং চিকিৎসক অন্যান্য সহযোগী পদ পুরন ও পর্যাপ্ত ঔষধ ও পরিক্ষা নিরিক্ষার সরকারি পর্যায়ে সহজ লভ্য করতে সকল পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমুহে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে, কিছু ইতোমধ্যে পুরন হয়েছে বাকি যা আছে আগামী অর্থ বছর থেকে পুর্ণ সক্ষমতায় সেবা প্রদান করা যাবে।

এমপি আরও বলেন, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রসমুহ এবং কমুউনিটি ক্লিনিক সমুহে নিয়মিত সেবা নিশ্চিত করণে পদক্ষেপ হিসাবে আমি নিজেও সেইসব প্রতিষ্ঠান এ পরিদর্শন করছি এবং মাঝে রোগী দেখে চিকিৎসা প্রদান করছি।

গাংনীর অন্যান্য বিষয় নিয়ে তিনি বলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষিত বেকারের হার কমাতে স্থানীয় ভাবে তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা, গাংনীতে উৎপাদন মুখি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে স্থানীয় এবং অস্থানীয় বিনিয়োগ কারীদের

উদ্বুদ্ধ করন, মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে শিক্ষার্থী বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ডা. এ এস এম নাজমুল হক গাংনী থানা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য, গণপরিষদ সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য নরুল হকের ছেলে। ডা. সাগরের মেজ বোন সেলিনা পারভীন ২০১৪ সালে সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি ছিলেন।

ডা. এ এস এম নাজমুল হক শিক্ষা জীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৯২-৯৩ সালে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক, ১৯৯৪-৯৫ সালে সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি হিসেবে ১৯৯৫-৯৭ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ শাখার ছাত্রলীগের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি ২৩ তম বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে যোগদান করেন। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ২০২০ সালে (চাকুরির মেয়াদ ছিল ২০৩২ সাল পর্যন্ত) সরকারি চাকরি থেকে স্বেচ্ছা অবসর নেন। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিয়য়ক সম্পাদক, মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসক প্রজন্মের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহবায়ক এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই (এমপি) বর্নাঢ্য জীবনাবসান

ঝিনাইদহ-১ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো: আব্দুল হাই মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না লিল্লাহে রাজিউন)।

আজ শনিবার (১৬ মার্চ) থাইল্যান্ডের বামরুনদগ্রাদ হাসপাতালে

ব্যাংককের স্থানীয় সময় সকাল ৭ টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। মৃত্যুর বিষয়টি থাইল্যান্ডে অবস্থান করা তার ব্যক্তিগত সহকারী শহিদুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে ২ ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আব্দুল হাই এমপির শৈলকুপা উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা ফয়জুদ্দিন মোল্লা ও মাতা ছকিরন নেছা দম্পতির ৩ ছেলে ও ২ মেয়ের মধ্যে সবার ছোট তিনি। তার শিক্ষাজীবন শুরু পাশর্^বর্তী মির্জাপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ৫শ্রেণী পাশ করার পর ভর্তি হন বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক পাশ করার পর ভর্তি হন ঝিনাইদহ কেশবচন্দ্র কলেজে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে বিএ পাশ করেন তিনি। বসন্তপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্ব পান তিনি। বিপদে-আপনে ছুটে যান কর্মীদের পাশে। সেই থেকে তার জনপ্রিয়তা শুরু। ১৯৬৯ সালে সরকারি কেসি কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি নির্বাচিত হন। একই বছর তিনি বৃহত্তর যশোর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ঝাপিয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধে। সেখানেও তিনি নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখেন। স্বাধীনতা বিরোধীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে জীবন বাজি রেখে তিনিই ঝিনাইদহে স্বাধীন বাংলার প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন। দেশ স্বাধীনের পর তিনি ঝিনাইদহ যুবলীগের আহবায়ক ও ১৯৭৩ সালে যুবলীগের ঝিনাইদহ মহকুমার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আশির দশকে জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। পরে ১৯৮৭ সালে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং পরবর্তীতে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৯৬ সালে জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯৮ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঝিনাইদহ-১ আসন (শৈলকুপা) থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। সেই নির্বাচনে সারাদেশে মাত্র ৫৮টি আসনে বিজয় লাভ করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আসন ছিল বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই এর শৈলকুপা আসন।

স্বাধীনতার টানা ৩০ বছর পর তিনি বিএনপির হাত থেকে শৈলকুপা আসনটি উদ্ধার করে আওয়ামী লীগের দখলে নেন। তিনি ২০০১ সালে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক নির্বাচিত হন। ২০০৫ সালে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন আব্দুল হাই এমপি। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হিসেবে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিনি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হয়ে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৫ সালের কাউন্সিলে দ্বিতীয় বারের মতো ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন ও ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেয়ে একাদশ সংসদ নির্বাচনেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০২২ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে তৃতীয়বারের মতো জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সর্বশেষ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন তিনি।

আব্দুল হাইয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ -২ আসনের সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুলসহ জেলার নানা শ্রেণী পেশার মানুষ। তার জানাযা ও দাফনের বিষয়টি পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিনিময় করলেন এমপি কামারুল আরেফীন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান খান, এমপির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন। এসময় পারস্পরিক কুশল বিনিময় ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এমপি কামারুল আরেফীন।

এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জননিরাপত্তা বিভাগ) কেএম টিপু সুলতান, ‘অতিরিক্ত উপপুলিশ মহাপরিদর্শক’ জয়নাল আবেদীন, বাংলাদেশ ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক নেতা সুরঞ্জন ঘোষ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিলেন চুয়াডাঙ্গা দুটি আসনের এমপিরা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এলাকা ৭৯ চুয়াডাঙ্গা -১ আসনের আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত টানা চারচার বারের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রতিকে বিজয়ী প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ও ৮০ চুয়াডাঙ্গা-২ সংসদীয় আসনের হাজী আলী আজগর টগর।

আজ বুধবার সকাল ১০টার সময় সংসদ ভবনের শপথকক্ষে এ শপথ অনুষ্ঠিত হয়।এ সময় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী।

গত ৭ জানুয়ারি ২৯৯ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ২৯৮ আসনের ফল বেসরকারিভাবে ঘোষণা করে ইসি। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ ২২২, জাতীয় পার্টি ১১ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও কল্যাণ পার্টি একটি করে আসনে নির্বাচিত হয়েছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জেতেন ৬২টি আসনে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে টানা চারবারের মতো সরকার গঠন করে।

৭৯ চুয়াডাঙ্গা ১ সংসদীয় আসনে নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন তিনি মোট ৯৬ হাজার ২শত ৬৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।এ নির্বাচনে তার নিকটতম

প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা ঈগল প্রতীকে ৭২ হাজার ৭ শত ৬৮ ভোট পান।

৮০ চুয়াডাঙ্গা ২ সংসদীয় আসনে নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হাজী মোঃ আলী আজগার টগর তিনি মোট ১ লাখ ৭ হাজার ৫৯ ভোট পেয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হন।এ নির্বাচনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আবু হাশেম রেজা ট্রাক প্রতীকে ৬০ হাজার ৮৩৪ ভোট পেয়েছিলেন।

গত ৭ জানুয়ারি রাতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেসরকারিভাবে এ ফলাফল ঘোষণা করেন চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের রিটার্নিং অফিসার জেলা প্রশাসক ড কিসিঞ্জার চাকমা।

তারেক রহমান কোনো রাজনৈতিক নেতা নয়: হানিফ

তারেক রহমান কোনো রাজনৈতিক নেতা নয় বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, তারেক রহমান কোনো রাজনৈতিক নেতা নয়, মা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দুর্নীতি আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন। এই দণ্ডপ্রাপ্ত বিদেশে পলাতক আসামির বিরুদ্ধে অগনিত মামলা রয়েছে। তার কথামত বিএনপির নেতাকর্মীরা নির্বাচন বানচাল করতে চোরাগুপ্তা হামলা চালাচ্ছে। বাসে-ট্রাকে আগুন দিয়ে মানুষের জানমালের ক্ষতি করছে। যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গায় তাদের লজ্জা হওয়া উচিত।

আজ শুক্রবার (১৫ ডিসেম্বর) সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে স্বনির্ভর পরিবেশ বান্ধব দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

হানিফ বলেন, বিএনপি যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলমান রাখে তবে আগামীতে এই দলটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর আইনের সর্বচ্চ প্রয়োগ করা হচ্ছে। অচিরেই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড নিমূল হয়ে যাবে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনিবার্য, তাই নির্বাচন কমিশন ১৮ তারিখ থেকে ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত নির্বাচন কেন্দ্রীক ছাড়া আর কোনো কর্মসূচী পালন করা যাবে না এই সিদ্ধান্ত একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত।

পরে বিভিন্ন কোম্পানীর বিক্রয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাহবুবউল আলম হানিফ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, কুষ্টিয়া নাগরিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. সেলিম তোহা, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব প্রমুখ।

গাংনীতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় পরিদর্শনে এমপি খোকন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়ীয়াতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে পিকনিকের আয়োজন করা হয়।
বুধবার দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের খেলা ধুলা মধ্যহ্ন ভোজের অয়োজন ছিল।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি শেখ আনিছুজ্জামান লুইজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ

সদস্য মোহাম্মাদ সাহিদুজ্জান খোকন।

এসময় সংসদ সদস্য তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীরা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু তাদের বিশেষ অধিকার রয়েছে। বিদ্যালয়টির প্রবেশ মুখে একটি রাস্তা দরকার। রাস্তাটি যাতে খুব দ্রুত নির্মান করা যায় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিবেন বলে কথা দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার কাউসিলর ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধি বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান (মদন), সদস্য ও আওয়ামীলীগ নেতা শেখ শামসছদ্দীন, সহ-সভাপতি লাইলা আজুমানা আরা শিলা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুনন্নাহার,গাংনী উপজেলা ইট ভাটা মালিক সমিতি সভাপতি মনিরুজ্জামান আতু, তেঁতুলবাড়ীয়া ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সস্পাদক নাজমুল হুদা বিশ্বাস, আওয়ামীলীগ নেতা ওবাইদুর রহমান কমলসহ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক-শিক্ষকারা বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা অংশ গ্রহন করে।
-নিজস্ব প্রতিনিধি

মুক্তিযোদ্ধার জানাজায় গিয়ে সাবেক এমপি মকবুল অসুস্থ

মেহেরপুরের গাংনীতে মুক্তিযোদ্ধার দাফনে গিয়ে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদের সাবেক সদস্য (এমপি) মকবুল হোসেন
(৭৪) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নেয়া হয়। পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা হিজলবাড়ীয়া গ্রামে জানাজায় শরীক অংশ নেয়ার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন।

পারিবারিক সূত্র জানায়,গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা বীরমুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেনের জানাজায় সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন অংশ নিতে যায়। জানাজায় শেষ না হতেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে স্থানীয় দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নেয়। এ সময় তার শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি দেখা দিলে,কর্তব্যরত ডাক্তার এমকে রেজা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
-গাংনী প্রতিনিধি